আঁধার বনের লজ্জাবতী

Prepared by : Sabit Hasan
Ecology & Conservation of Bengal Slow Loris Project
Isabela Foundation, Dhaka, Bangladesh

Supervised by :
Kabir Bin Anwar
Chairman, Isabela Foundation

Compiled and Edited by
Kabir Bin Anwar
Sabit Hasan

Script
Most. Mahia Tasnim

Design & Illustration
Md. Mofaq Kharul Islam (Russell)

Photo Credit
Sabit Hasan
Tania Akhter
Timu Hossain
Apu Nazrul
Md. Shoeb Ali

Gratitude
SUFAL Innovation Grant, Bangladesh Forest Department
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
Primate Action Fund, Re: wild
Tanvir Ahmed Shaikot
Md Salehuddin Zadid

Advisory Board
Dr. Reza Khan
Dr. Anna Nekaris
Dr. Christian Roos

Copyright
Isabela Foundation

Released Period
August 2024

Printing
Isabela Foundation

In Publishing
Isabela Foundation
House: 65/A, Road: 6A, Dhanmondi, Dhaka 1209, Bangladesh
Phone: +8801687934044, +8801894830825

এসো চিনি লজ্জাবতী

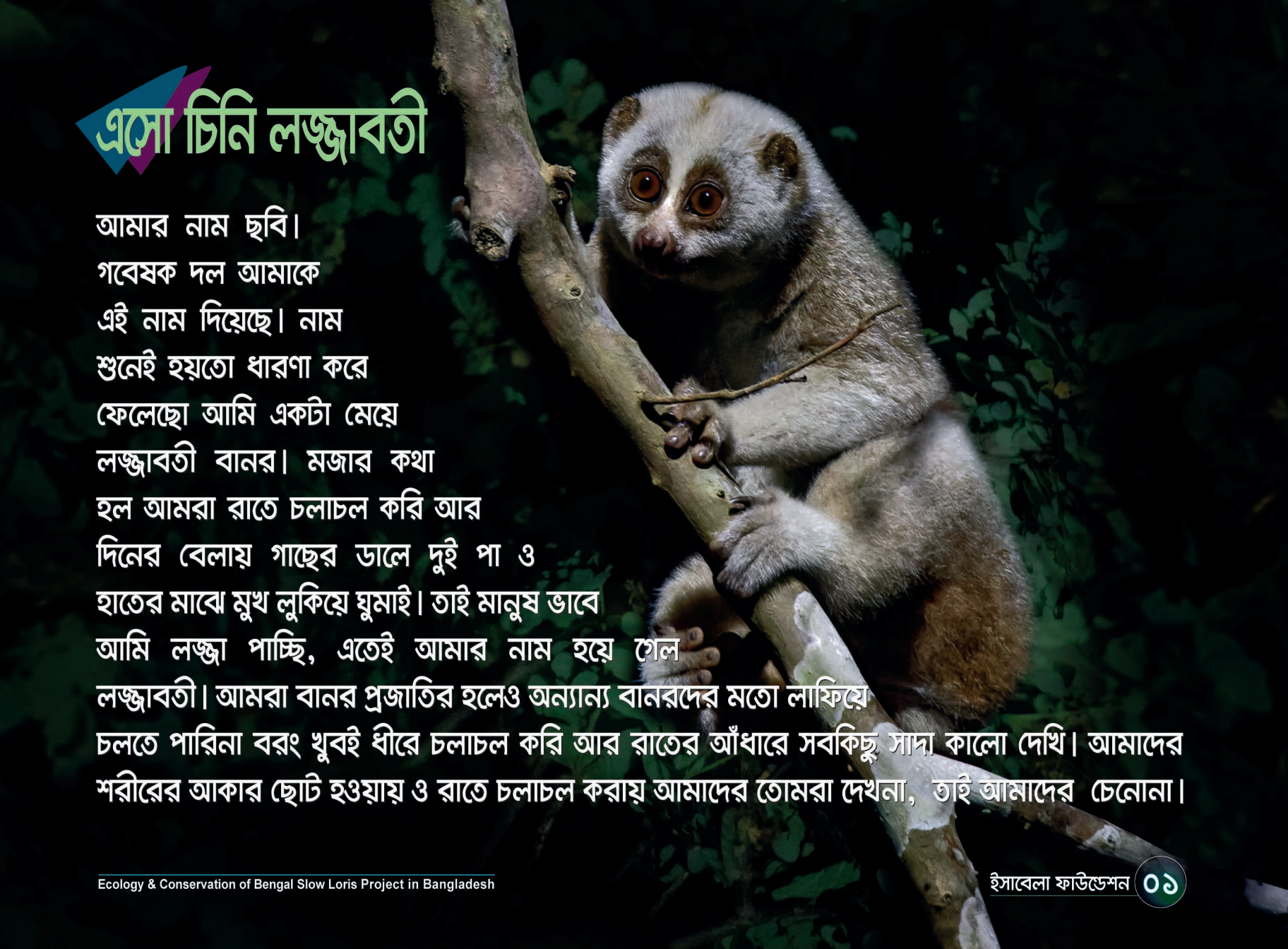

আমার নাম ছবি। গবেষক দল আমাকে এই নাম দিয়েছে। নাম শুনেই হয়তো ধারণা করে ফেলেছো আমি একটা মেয়ে লজ্জাবতী বানর। মজার কথা হল আমরা রাতে চলাচল করি আর দিনের বেলায় গাছের ডালে দুই পা ও হাতের মাঝে মুখ লুকিয়ে ঘুমাই। তাই মানুষ ভাবে আমি লজ্জা পাচ্ছি, এতেই আমার নাম হয়ে গেল লজ্জাবতী। আমরা বানর প্রজাতির হলেও অন্যান্য বানরদের মতো লাফিয়ে চলতে পারিনা বরং খুবই ধীরে চলাচল করি আর রাতের আঁধারে সবকিছু সাদা কালো দেখি। আমাদের শরীরের আকার ছোট হওয়ায় ও রাতে চলাচল করায় আমাদের তোমরা দেখনা, তাই আমাদের চেনোনা।

লজ্জাবতীর নামের ঝুলি

কেনো আমাদের লজ্জাবতী নামে ডাকা হয় তা আগেই তোমাদের বলেছি। এছাড়াও আমাদের বেশ কিছু নাম আছে। ভিন্ন ভিন্ন বনাঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর কাছে আমরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। আমরা দিনের আলো সহ্য করতে না পেরে মুখ লুকিয়ে রাখি, তাই চাকমারা আমাদের "মুলুগো বান্দর" নামে ডাকে। আবার ঘুমানোর সময় আমাদের দেখতে গোল বলের মত লাগে, সেজন্য গবেষকরা ভালবেসে "ঘুমন্ত বল" নামে ডাকে। ত্রিপুরা ও খাসিয়ারা আমাদের "খাবরাং" বলে ডাকে। বাঙ্গালী কিছু গোষ্ঠী আমাদের "শরমিন্দা বিলাই" বলে। আবার চাকমা কিছু জনগোষ্ঠী "বান্দর বাঘ" নামেও ডাকে। যদিও এ নামটি নিয়ে আমাদের বেশ আপত্তি আছে। এ নাম শুনে তোমরা আমাদের হিংস্র ভাবতে পারো, আসলে আমরা হিংস্র না। আমরা খুব ধীরে চলি তাই ইংরেজীতে আমাদের Slow Loris বা ধীর বানর নামে ডাকা হয়।

জানা অজানায় লজ্জাবতী

তোমরা মুখ হা করে দেখোতো তোমাদের জিহ্বা কয়টা? একটা তো! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমাদের জিহ্বা দুইটা। ছবিতে ভাল করে লক্ষ কর, দেখ লাল জিহ্বার নীচে সাদা রঙের কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ, এটাই আমাদের দ্বিতীয় জিহ্বা। এটা দিয়ে আমরা দাঁতের ভেতর আটকে থাকা খাবার পরিষ্কার করি, ঠিক যেমন তোমরা ব্রাশ ব্যবহার কর।

মানুষ আমাদের মুখ থেকে কোনো শব্দ শুনতে পায়না। তাই বলে ভেবোনা আমরা কথা বলতে পারিনা। অদ্ভুত হলেও সত্য আমরা একে অন্যের সাথে অতি উচ্চ মাত্রার শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে অনেক অনেক কথা বলি, কিন্তু মানুষ তা শুনতে পায়না। কারণ এই উচ্চ মাত্রার শব্দ তরঙ্গ মানুষের শ্রবণ শক্তির বাইরে।

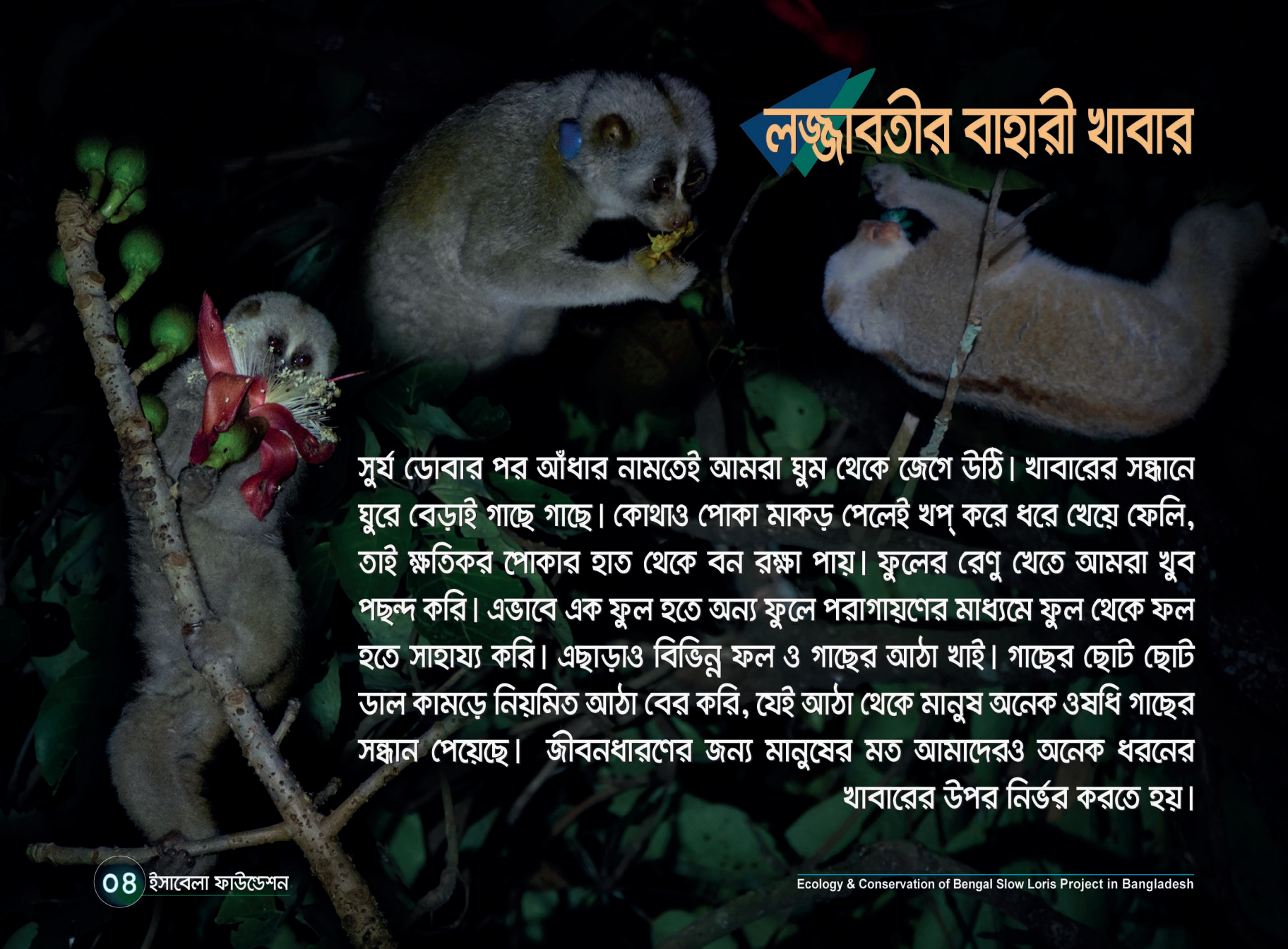

লজ্জাবতীর বাহারী খাবার

সুর্য ডোবার পর আঁধার নামতেই আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি। খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই গাছে গাছে। কোথাও পোকা মাকড় পেলেই খপ্ করে ধরে খেয়ে ফেলি, তাই ক্ষতিকর পোকার হাত থেকে বন রক্ষা পায়। ফুলের রেণু খেতে আমরা খুব পছন্দ করি। এভাবে এক ফুল হতে অন্য ফুলে পরাগায়ণের মাধ্যমে ফুল থেকে ফল হতে সাহায্য করি। এছাড়াও বিভিন্ন ফল ও গাছের আঠা খাই। গাছের ছোট ছোট ডাল কামড়ে নিয়মিত আঠা বের করি, যেই আঠা থেকে মানুষ অনেক ওষধি গাছের সন্ধান পেয়েছে। জীবনধারণের জন্য মানুষের মত আমাদেরও অনেক ধরনের খাবারের উপর নির্ভর করতে হয়।

লজ্জাবতীর আত্মরক্ষার কৌশল

আমরা যেমন পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করি, ঠিক তেমনি প্রকৃতির নিয়মে অনেকের খাদ্য তালিকায় আমরা রয়েছি। যেমন লতা বাঘ, অজগর, বড় আকারের পেঁচা ইত্যাদি প্রাণীরা আমাদের খাবার জন্য অক্রমণ করে। শিকারীর আক্রমণ প্রতিহত করতে আমরা মাথার উপর দুহাত তুলে ভয় দেখাই, তখন আমাদের দেখতে অনেকটা গোখরা সাপের মত লাগে। বাংলাদেশের বানর প্রজাতির মধ্যে আমরাই একমাত্র বিষধর। আমাদের কনুইয়ে বিষের থলী আছে। বিপদে পড়লে থলী থেকে মুখে বিষ নিয়ে শত্রুকে কামড়ে দেই। তবে তোমরা ভয় পেয়োনা, আমাদের বিষে মানুষের বিশেষ ক্ষতি হয়না।

বিপন্ন লজ্জাবতী

তোমরা কি জানতে চাও, আমরা কোথায় থাকি? শোন তাহলে বলি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেটের চির সবুজ বনেই আমরা থাকি। মধুপুরের শাল বনেও একসময় আমাদের পরিবার বাস করত। কিন্তু যে বনে তারা থাকতো, মানুষ সেগুলো নির্বিচারে কেটে ফেলে। আর এজন্যই মধুপুর বনের সব লজ্জাবতী বানর আজ মারা গেছে। এভাবে অনেক জায়গা থেকেই লজ্জাবতীরা হারিয়ে গেছে। আমার বাড়ি ছিল রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি বনে। একদল দুষ্টু লোক আমাকে আর আমার বাচ্চাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে, খাঁচায় পোষার জন্য। কিন্তু আমরাতো খাঁচায় বাঁচতে পারিনা। বিশাল বন জুড়েই আমাদের ঘর। বনের প্রাকৃতিক খাবারই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

ছবির মেয়ে মাধবী

তোমাদের ছবির কথা মনে আছে? হ্যাঁ, আমি সেই ছবির মেয়ে মাধবী। মা বাবার সাথে বনে ঘুরে ঘুরে আমার সময়গুলো ভালই কাটছিল। কিভাবে খাবার খুঁজতে হয়, কোন খাবারটা আমাদের জন্য উপকারী, কি করে আত্মরক্ষা করতে হয় সেসব শিখছিলাম। হঠাৎ একদিন কিছু দুষ্টু চোরাচালানকারী আমাকে আর মাকে ধরে নিয়ে আলাদা খাঁচায় বন্দি করে রাখে। তখন আমি অনেক ভয় পেয়েছি, মায়ের দুধ খেতে পারছিলাম না, ক্ষুধায় অনেক কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আমরা অনেক সৌভাগ্যবান ছিলাম। বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দুষ্টু লোকদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে গবেষকদের কাছে দিয়ে দেয়। তারাই আমাদের নামকরণ করে ছবি ও মাধবী।

ছবি ও মাধবীর বনে ফিরে যাওয়া

ইসাবেলা ফাউন্ডেশনের গবেষকরা আমাদের সিলেটের একটা বনে নিয়ে যায়। পাহাড়ি টিলার উপর সুন্দর একটা বড় ঘরে রাখে। চলাচলের জন্য ঘরের ভেতর গাছপালার সুব্যবস্থাও করে তারা। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। পাচারকারীদের হাতে দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দী থাকায় আমরা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। গবেষক দল ডাক্তার দেখিয়ে আর প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে আমাদের সুস্থ করে তোলে। আমি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠি। কয়েক মাস লালন পালনের পর আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়ার সময় হয়। আমরা ঠিকভাবে বাঁচতে পারছি কিনা, সেটা দেখার জন্য আমার মায়ের গলায় নীল রঙের ছোট্ট একটা হালকা মালা (Radio Transmitter) পরিয়ে দেয়। অবশেষে তারা বনের একটা বড় গাছে আমাদের মুক্ত করে দেয়। প্রায় তিন মাস পর নতুন পরিবেশে মুক্তির স্বাদ তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবনা। আমরা মহান সৃষ্টিকর্তা, বন অধিদপ্তর ও ইসাবেলা ফাউন্ডেশনের গবেষক দলের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

মানুষ ঠকানোর ব্যবসা

তোমরা জানো? কিছু মানুষ আছে যারা সাধারণ মানুষদের ঠকানোর জন্য আমাদের ব্যবহার করে। আমাদের হত্যা করে, আমাদের গায়ের লোম, মাংস দিয়ে ঔষধ বানায়, তাবিজ বানায়। শুধু আমাদেরই নয়, অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের শরীরের অঙ্গ দিয়েও তারা ঔষধ বানায়। আসলে সত্য বলতে বন্যপ্রাণীর শরীরের অঙ্গ দিয়ে বানানো ঔষধ কোনো কাজেই আসেনা, সবই মানুষ ঠকানোর ব্যবসা। সাবধান! তোমরা ওদের খপ্পরে পড়োনা, আর নিজেদের পরিবার ও অন্যদেরকেও সাবধান করে দিও। আমরা বানর প্রজাতিরা অনেক ধরনের রোগ বহন করি যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই দয়া করে আমাদের খাওয়া থেকে বিরত থাকো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

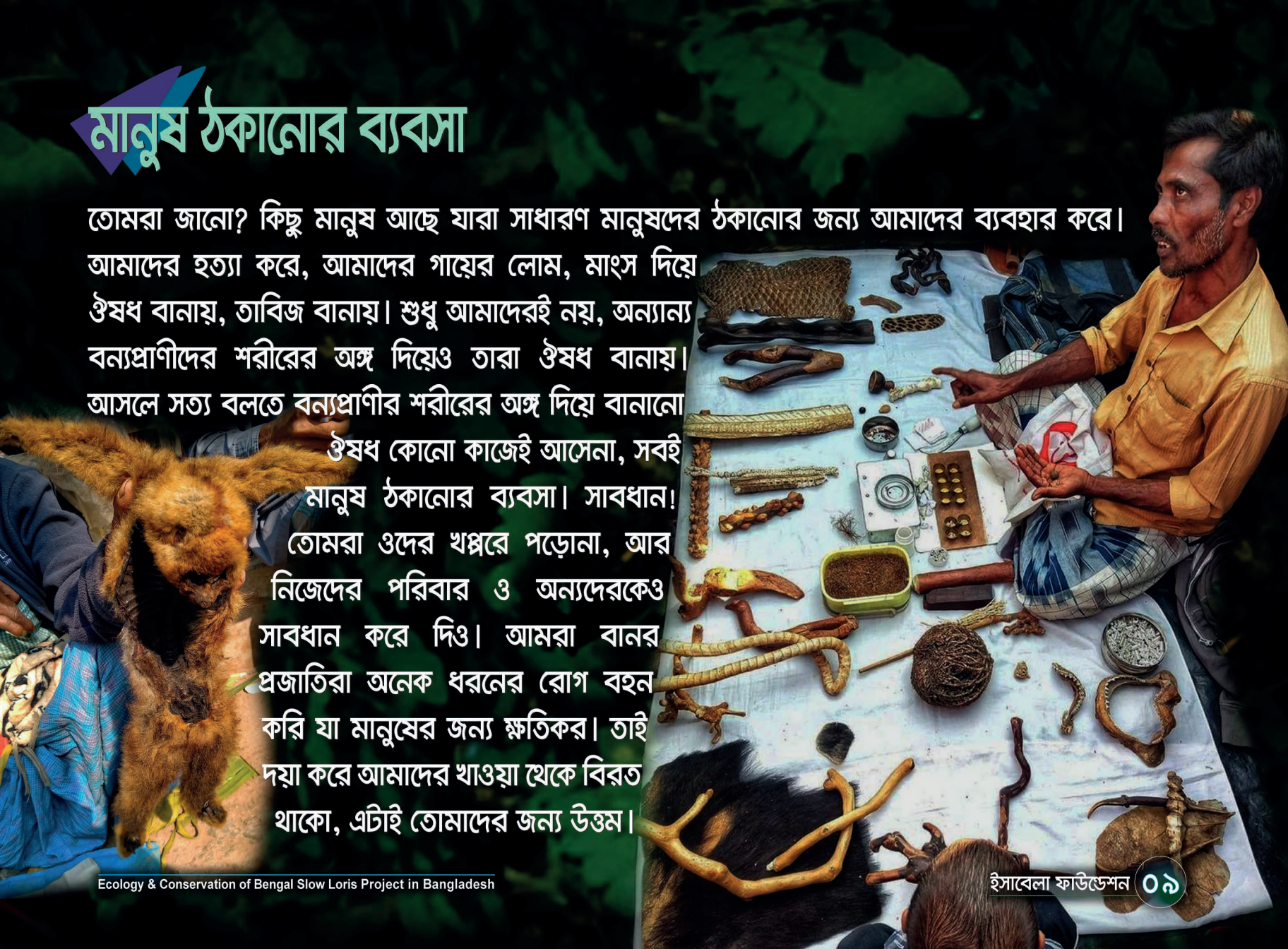

লজ্জাবতীর অসহায়ত্ব

বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাও তোমাদের বলি। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের শত্রু থাকলেও, আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষরূপী কিছু অমানুষ। মানুষের কারণে আমাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। দু:খের বিষয় কি জানো? আমরা দেখতে এত সুন্দর হলেও, মানুষ আমাদের খাওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। আমাদের মেরে খাওয়া, বিদেশে পাচার করা, বন ধ্বংস করা ছাড়াও বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা নেওয়ায় অনেকেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। বনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের তার নেওয়ায়, প্রায়শই বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে আমরা মারা পড়ি। এভাবে চলতে থাকলে আমরা অল্প কিছু যারা এখনো বেঁচে আছি, তারাও মরে যাব।

বাঁচাও বনের লজ্জাবতী

আবারো একটা প্রশ্ন করতে পারি? যদি কেউ তোমাদের বসবাসের বাড়ি ঘর ভেঙে ফেলে, পরিবার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাঁচায় আটকে রাখে, তখন তোমাদের কেমন লাগবে বলতো? তবে এমন সমস্যায় পড়লে তোমরা প্রতিবাদ করতে পার। অথচ দেখো, মানুষ বনের গাছপালা নির্বিচারে কেটে আমাদের বাসস্থান ধ্বংস করে ফেলছে, কিন্তু আমরা কোন প্রতিবাদ করতে পারিনা।

তোমাদের মত আমাদেরও একই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। তোমরা মানুষেরা যেমন প্রকৃতির সন্তান, তেমনি আমরাও প্রকৃতির সন্তান। আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে। তবে আমাদের সাথে মানুষেরা যে অন্যায় করে চলেছে, মনে হয়না আমরা আর বেশিদিন পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারব। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের ভুমিকা অনন্য। আমরা চাই তোমরা আমাদের কথা সবাইকে বুঝিয়ে বল। আর চোরাশিকারীদের রুখতে বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করো। বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। দয়া করে আমাদের বাঁচাও। মনে রাখবে -

"বাঁচলে বন ও লজ্জাবতী
সুস্থ রবে মানবজাতি"

লজ্জাবতী বানর গবেষণা ও সংরক্ষণ প্রকল্প বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ১০ প্রজাতির বানর পাওয়া যায়, তার মধ্যে লজ্জাবতী বানর একমাত্র নিশাচর ও বিষধর বানর। নিশাচর হওয়ার কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এদের নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুবই সামান্য। ব্যাপক হারে আবাসস্থল ধ্বংস, শিকার ও পাচারের কারণে লজ্জাবতী বানর আজ বিপন্ন। এমন অবস্থা থেকে এই বানরকে বাঁচাতে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা ও সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ করছে ইসাবেলা ফাউন্ডেশন। প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী এদের বিস্তৃতি, সংখ্যা নিরূপণ, বাস্তুসংস্থানে এদের ভূমিকা ও অভিযোজন এবং মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

ইসাবেলা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে গৃহীত ও বাংলাদেশ বন বিভাগের সহযোগিতায় বিলুপ্ত প্রায় লজ্জাবতী বানর (Slow Loris) এর উপর একটি বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা চলমান। গবেষণায় দেশের ১১টি সংরক্ষিত বনে ইসাবেলা ফাউন্ডেশনের গবেষক দল নিশাচর এই প্রাণীটির জীবনধারা, সংখ্যা গণনা ও আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিশেষত অনিন্দ্য সুন্দর এই প্রাণীটির জীবন বাঁচাতে এই গবেষণা একটি মাইল ফলক হিসেবে পরিলক্ষিত হবে। আমি এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কবির বিন আনোয়ার

Bengal Slow Loris Project Personnel:

Sabit Hasan
Principal Investigator

Dr. Sabir Bin Muzaffar
Co-Principal Investigator

Dr. Habibon Naher
Co-Principal Investigator

Md. Shoeb Ali
Project Manager

Mohammad Abdur Rahim
Anthropologist

Khalid Mushwan
Botanist

Tania Akhter
Research Assistant

Shimul Nath
Research Assistant

Mahia Tasnim
Research Assistant

Safayat Hossain
Junior GIS Expert

Rasel Debbarma
Manager, Rescue Center

Md. Mofaq Kharul Islam
Director, Media & Outreach

Md. Tofail Ahmed
Finance Director

Field Assistant:
Prosenjit Debbarma
Md.Tazul Islam
Md. Shahidul Islam

গবেষণা চলাকালীন প্রাপ্ত নিশাচর বন্যপ্রাণী

www.isabelafoundation.org e-mail: isabelafoundationbd@gmail.com

Isabela Foundation: